তারিখ 06 OCT 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

সমকাল

'শিক্ষক' হয়েও বদরুল ছাত্রলীগ নেতা!

■ চয়ন চৌধুরী, *সিলেট ব্যুরো*

সিলেট

পদ বাগাতে তথ্য গোপন

সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবি) শাখা ছাত্রলীগের সহসম্পাদকের দায়িত্ব পাওয়ার অন্তত তিন বছর আগে থেকেই শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত বদরুল আলম। এ অবস্থায় সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পদ-পদবি তো দূরের কথা, সাধারণ সদস্য পদে থাকারও যোগ্যতা ছিল না তার। কিন্তু এ তথ্য গোপন করে বড় নেতার আশীর্বাদে অনিয়মিত ছাত্র বদরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটিতে বড় পদ বাগিয়ে নেয়। এমনকি চার বছর আগে খাদিজা বেগম নার্গিসকে উত্ত্যক্ত করায় গণপিটুনিকে 'স্বাধীনতাবিরোধীদের হামলা' বলে চালানো হয়।

সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রী খাদিজাকে নির্মমভাবে কোপানোর পরপরই ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে বদরুলের সঙ্গে সংগঠনের কোনো সম্পর্ক নেই বলে দাবি করা হয়। গত মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, 'বদরুল ছাত্রলীগের কেউ নয়। সংগঠনে তার কোনো পদও নেই।' গঠনতন্ত্রের কথা বলে বদরুল 'সংগঠনের কেউ নয়' উল্লেখ করে বিবৃতি দেন শাবি ছাত্রলীগ সভাপতি সঞ্জীবন চক্রবর্তী পার্থ ও ইমরান খান। এ ছাড়া সঞ্জীবন মঙ্গলবার সমকালকে বলেন, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বদরুল চাকরিতে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংগঠনে তার পদ-পদবিসহ সদস্যপদ বাতিল হয়ে গেছে। এ অবস্থায় আলাদা করে তাকে বহিষ্কারের প্রয়োজন নেই।

গতকাল বুধবার দুপুরে জরুরি সংবাদ সম্মেলন করে শাবি ছাত্রলীগের নেতারা নিজেদের দাবির কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য এ দিন কলেজছাত্রী খাদিজার ওপর হামলার ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন ছাত্রলীগ নেতারা। লিখিত বক্তব্যে সভাপতি সঞ্জীবন বলেন, এমসি ক্যাম্পাসে গত সোমবারের ঘটনায় শাবিপ্রবি ছাত্রলীগ ব্যথিত, দুঃখিত ও লজ্জিত। তিন বছর ধরে চাকরিতে থাকার

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৮

'শিক্ষক' হয়েও

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

পরও বদরুলের পদ-পদবি পাওয়া প্রসঙ্গে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সে তথ্য গোপন ছিল।

জানা যায়, চলতি বছরের ৮ মে কেন্দ্র থেকে শাবি ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়, যাতে বদরুল প্রথম সহসম্পাদকের দায়িত্ব পায়। এর দু'দিন পর সে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে এ জন্য ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসাইন ও শাবি কমিটির সভাপতি সঞ্জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের রাজনীতিতে বদরুল সভাপতির অনুসারী বলে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে। ছাত্রলীগের কমিটিতে আসার অনেক আগে ২০১৪ সালের মাঝামাঝি থেকেই বদরুল শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত।

শাবির অর্থনীতি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টারের অনিয়মিত ছাত্র বদরুল সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার মুনিরজ্ঞাতির মৃত সাইদুর রহমানের ছেলে। তিন বছর ধরে সে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত বলে জানিয়েছেন ছাতকের আয়াজুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পবিত্র কুমার দাস। গতকাল তিনি সমকালকে বলেন, নাক্কারজনক ঘটনার পর শিক্ষক বদরুলকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। অর্থনীতির ছাত্র হলেও সে স্কুলে ইংরেজি, ভূগোলের মতো বিষয়ও পড়াত বলে জানান প্রধান শিক্ষক।

শাবির একটি সূত্র জানায়, আয়াজুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরুর পর বদরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা কমিয়ে দেয়। ২০০৮-০৯ সেশনে ভর্তি হওয়া বদরুলের সহপাঠীরা এরই মধ্যে স্নাতকোত্তর শেষ করলেও তার শেষ হয়নি। এ তথ্য নিশ্চিত করেন শাবির অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সৈয়দ হাসানুজ্জামান। তিনি খাদিজার ওপর হামলাকে 'বর্বরোচিত' বলে আখ্যায়িত করেন।

এদিকে, ২০১২ সালের ১২ জানুয়ারি খাদিজাকে উত্ত্যক্ত করায় বদরুলকে গণপিটুনি দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। বদরুলকে আসামি করে দায়ের মামলায় খাদিজার চাচা আবদুল কুদ্দুস এ কথা উল্লেখ করেছেন। তবে সে সময় বদরুল ও ছাত্রলীগে তার মদদদাতারা বিষয়টিকে 'স্বাধীনতাবিরোধীদের হামলা' বলে প্রচার করেছিল। গণপিটুনির পর বদরুল বেশ কয়েক দিন চিকিৎসা নেয় বলেও জানা গেছে।